জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৩শে মাঘ বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 6th Feb. 1952 | ৩৭শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্

এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে মাঘ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

স্থান-স্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ

—•—

নারায়ণের বাহন পক্ষিরাজ গরুড়ের নাম শুনিলে বিষধর সর্পগণ ভয়ে পলায়ন করে। কারণ সর্পকুলই গরুড়ের প্রিয় খাদ্য। গরুড় নারায়ণের বাহন। তিনি সাপ খাইতে ভালবাসেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম অহিভুক্। সর্প (অহি) মহাদেবের অঙ্গের ভূষণ বলিয়া শিবের অপর নাম অহিভূষণ।

একদিন ভগবান নারায়ণের আদেশে গরুড় সংবাদবাহক হইয়া শিবসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম জ্ঞাপন করিলেন। শিবের কণ্ঠস্থিত সর্প গরুড়কে নতমস্তক হইতে দেখিয়া মনে করিল চিরশত্রু গরুড় তাহাকেও প্রণাম করিতেছে। সর্প তখন ফণা তুলিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে গর্জ্জন করিয়া ছোবল মারার মত বিক্রম দেখাইতে আরম্ভ করিল।

মহাদেবের অঙ্গস্থিত সর্পের এই স্পর্দ্ধা অসহ্য হইলেও গরুড়কে নত মস্তকে সহ্য করিতে হইল। সর্পগণের বিক্রম গরুড়ের অবিদিত নাই। গরুড় তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি বলিলেন—

> জানামি রে সর্প তব প্রতাপং
> কণ্ঠেস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য।
> স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
> স্থান-স্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ॥

অর্থ:—রে সর্প! তোর যে কত প্রতাপ (বিক্রম) তা আমি জানি। শঙ্করের কণ্ঠে থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছ। তুমি যে স্থানে আছ সেই স্থানটির প্রাধান্য আছে, তোমার বল অর্থাৎ শক্তির প্রাধান্য কিছুমাত্র নাই। স্থানের মত স্থানে থাকিলে কাপুরুষও সিংহের মত বিক্রম দেখাইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী পদস্থ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদের ক্ষমতা ত্যাগ না করিয়া অন্যান্য দলের প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। পদস্থ ব্যক্তিগণ সরকারের শক্তিতে শক্তিমান। শ্রীজহরলাল নেহেরু হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম বাঙলার প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত সকলেই, সর্প যেমন শিবের শক্তিবলে শক্তিমান্, তেমনি গবর্ণমেন্টের পরাক্রমে পরাক্রান্ত। ইঁহারা যে নিয়ম কানুন চালাইতেছেন, প্রতিযোগিগণকে অনিচ্ছাস্বত্বেও তাহা মানিয়া লইতে হইতেছে। যেমন ভোট গণনার খামখেয়ালী। যদি সকলেই স্থান ত্যাগ করিয়া সমশক্তিসম্পন্ন হইতেন, তবেই ইহাকে নিরপেক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা যাইত। যদি কোন স্থানের নির্ব্বাচন ট্রাইবিউনালের বিচার্য্য হয়, তবে ক্ষমতাপন্ন প্রতিপক্ষই সেই ট্রাইবিউনাল গঠন করিতে হকদার। গরুড় যেমন সাপের ফোঁস ফোঁসানি বাধ্য হইয়া সহ্য করিল। ইঁহাদের পদ-বিক্রম অপর পক্ষকে বাধ্য হইয়া সহিতে হইবে।

নিখিল ভারত দর্শন কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনের সভাপতি

আচার্য্য অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

—•—

স্বনামধন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষিত সমাজে আজ সর্ব্বজনবিদিত। ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের জন্মের ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল জ্ঞান-বলিষ্ঠ মনীষী ভারতীয় অভিমতকে অপরিপক্ক এবং আদিম আখ্যা হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আচার্য্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। এই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। গত ২৭শে, ২৮শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর পুনা সহরে উক্ত কংগ্রেসের অধিবেশনে আচার্য্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

এই সুবিখ্যাত দার্শনিকের গুণমুগ্ধ হেমেন্দ্রনাথ নামক জনৈক ভদ্রলোক পত্রান্তরে আচার্য্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি সংক্ষেপে আমাদের এই ক্ষুদ্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেছি।

এই স্বনামধন্য দার্শনিক জঙ্গিপুর মহকুমার যেখানে মহকুমা আদালত অবস্থিত তাহার উপকণ্ঠস্থিত গদাইপুর গ্রামের ভারদ্বাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার নিংহা গ্রামে তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় ছকড়িলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অকালে পরলোক গমন করেন। মাতৃদেবীর একমাত্র আশাভরসা শিশু অনুকূল মায়ের নিকটেই তাঁহার দৈন্যবিজয়ী সৈন্যরূপে দীক্ষা গ্রহণ করেন। জঙ্গিপুরের প্রবীণ ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহার বাল্যের দুঃখের সহিত যুদ্ধযাত্রা অবলোকন করিয়াছেন। গদাইপুর হইতে গ্রীষ্মে একটী নদী ও বর্ষাকালে দুইটী নদী পার হইয়া জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলে প্রত্যহ তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে যাইতে হইত।

জঙ্গিপুর স্কুল হইতে প্রবেশিকা এবং বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করিয়া তাঁহার ভাগ্যদেবতা তাঁহাকে বাঙলা ত্যাগ করিয়া সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে গিয়া বি. এ. সনন্দ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলজফির লেকচারার নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ববিভাগে সর্ব্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কেবল ভারতীয় দার্শনিক মহলে পরিচিত একথা বলিলে ভুল বলা হইবে। তিনি দর্শনশাস্ত্রের দুইখানি ইংরাজী প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। "Kant's analysis of Scientific Method" আখ্যা দিয়া ইটালীর Sciencia নামক দার্শনিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া পৃথিবীর দার্শনিকগণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন।

দার্শনিক অনুকূলচন্দ্রের জীবনের আর একটি সর্ব্বজনমনোহারী বিদ্যা আছে। সেটী হইতেছে সঙ্গীত বিদ্যা। উক্ত বিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা বড় কম নহে। বড় বড় সঙ্গীত সম্মিলনীতে নিম-

স্মিত হইয়া তিনি যে কৃতিত্ব দেখান তাহা বড় একটা অগ্রাহ্য করিবার জিনিষ নয়। আচার্য্য অনুকূলচন্দ্র আমাদের জঙ্গিপুরের গৌরব অনুকূলচন্দ্র আজ এলাহাবাদের অন্যতম প্রধান নাগরিক—ইহা আমাদের কম আনন্দের কথা নহে। আমরা ভগবৎ সমীপে তাঁহার দীর্ঘজীবন ও সুখস্বচ্ছন্দতা কামনা করি।

জঙ্গিপুর মহকুমার নির্ব্বাচন ফলাফল

—•—

ফরাক্কা—প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা—২৩৫৬৭

জনাব গিয়াসুদ্দিন (কংগ্রেস)	১১৪৬৩
শ্রীশ্রীপতিভূষণ দাস (স্বতন্ত্র)	৫৬৯৮
সৈয়দ আবুল হোসেন (ইউ, এস, ও,)	৪৬৮২
শ্রীমুরলীধর গুপ্ত (স্বতন্ত্র)	১২০৯
শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার (স্বতন্ত্র)	৫১৫

শেষের দুইজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

সুতী—প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা—২৯১০১

জনাব লুতফল হক (ইউ, পি, বি,)	৯১৮৬
শ্রীঝড়ুলাল দাস (কংগ্রেস)	৯০৮০
শ্রীরাধানাথ চৌধুরী (স্বতন্ত্র)	৬৩৮১
শ্রীতিনকড়িলাল দাস (কে, এম, পি,)	৪১৭৬
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ (স্বতন্ত্র)	২৭৮

শেষের দুইজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

কবিরাজদের রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইবার ব্যবস্থা

যে সকল কবিরাজকে নির্ধারিত ফি দিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বাঙ্গলা রাজ্য ফ্যাকালটি ও সাধারণ পরিষৎ (জেনারেল কাউন্সিল) গঠিত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে তালিকাভুক্ত হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ তাঁহাদের তালিকাভুক্তির শেষ তারিখ ১৯৫১ সনের ১০ই এপ্রিল হইতে ১৯৫২ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত পিছাইয়া দিয়াছেন। পরিষদের (কাউন্সিল) বিধান অনুসারে উদ্বাস্তু কবিরাজদের এই মর্মে একটি আইনসম্মত ঘোষণা লইতে হইবে যে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে এবং ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে সরকারী সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনকে নার্সদের আবাস তৈরী করিবার জন্য ৮৭ হাজার টাকা এবং চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালকে বাড়ী নির্ম্মাণ ও যন্ত্রাদি কিনিবার জন্য ৫০ হাজার টাকা এককালীন সাহায্য দান করিয়াছেন। চলতি বৎসরে ক্যান্সার হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহের জন্য আরও ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানকে ইতিপূর্ব্বেও উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ইসলামিয়া হাসপাতালে সরকারী সাহায্য

কলিকাতার ইসলামিয়া হাসপাতালে একটি দোতলা বাড়ী তৈরী করিবার জন্য গত বৎসর যে ৮০,০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছিল, উক্ত বাড়ী সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও ২০,০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের ১৪ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে ২৩টি আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে ৮১ সহস্রাধিক উদ্বাস্তু আছেন, তন্মধ্যে প্রায় ২৯ হাজার উদ্বাস্তু স্থায়ী দায়স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। কেবলমাত্র গত বৎসরই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ২৩৪৩২০ জন উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদিগকে লইয়া এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গে ১৪,১২,৫০০০ জন উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা হইল। এই সকল উদ্বাস্তুর অধিকাংশকেই সরকার সরাসরি পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট লোককে কোন প্রকার সরকারী সাহায্য দান করিয়া পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৪৮ সাল হইতে গত ৪ বৎসরে ভারত সরকার ১২,৩২,১০,০০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাদেশিক সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনকল্পে ১১ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা সাহায্য প্রদান করেন। প্রাদেশিক সরকার উহা প্রায় সমস্তই উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশে বাধাদান

সেরাইকেল্লায় কয়েকজন গ্রেপ্তার ও পরে জামিনে মুক্তি

ঠক্করবাপা দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেরাইকেল্লার একটি শিবমন্দিরে হরিজনদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য সেরাইকেল্লার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীমিহির কবি, বিহার রাজ্য পরিষদের একজন নবনির্ব্বাচিত সদস্য ও অপর ৩০ জন গ্রেপ্তার হন এবং পরে সেরাইকেল্লার মহকুমা হাকিম তাঁহাদের প্রত্যেককে ২০০০৲ টাকার জামিনে মুক্তি দেন।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা

প্রায় ৪৩ হাজার ছাত্রের পরীক্ষা দিবার কথা

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, আগামী ৩রা মার্চ যে স্কুল ফাইন্যাল (প্রবেশিকা) পরীক্ষা হইবে, তাহাতে ৪২৮৭৩ জন পরীক্ষা দিবেন। গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন প্রায় সাড়ে আটত্রিশ হাজার।

দুর্ঘটনায় সহানুভূতি

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখ প্রিন্সেপ ঘাটের দুর্ঘটনায় যে সকল লোক ডুবিয়া মারা গিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের নিকট ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিম্নলিখিত শোকবাণী পাঠাইয়াছেন :—

"প্রিন্সেপ ঘাটের গাংগওয়ে ভাঙ্গিয়া এতগুলি জীবন নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। দুর্ঘটনায় যাঁহারা মারা গিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মীয়দের আমার অকপট সহানুভূতি জানাইবেন।"

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৪০৬ খাং ডিঃ মৃত গিরিজাভূষণ বর্ম্মণের ত্যক্ত সম্পত্তি তদীয় উইল দ্বারা নিযুক্ত একজিকিউট্রিক্স চারুবালা বর্ম্মণ্যা দেং রমজান সেখ দিং দাবি ২৩৯৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে মাটিয়াপাড়া ৫২ শতকের কাত ২॥০ আঃ ৫৲ খং ৪৫

৪০৭ খাং ডিঃ ঐ দেং গোলাম নবী সরকার দিং দাবি ৮২৶৯ মোজাদি ঐ ৯৮৬ শতকের কাত ১২॥০ আঃ ২০৲ খং ২৭

৩৫৫ খাং ডিঃ গোবিন্দদাস নাথ দেং কাশেমনেসা বিবি দিং দাবি ১৭।৶৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুমিহর ৭৮ শতকের কাত ৩৸০ আঃ ১০৲ খং ৪৭১

২৮৭ খাং ডিঃ ইন্দুভূষণ ঘোষ দেং অন্নপূর্ণা দেবী দাবি ১০৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে পোপাড়া ১০ শতকের কাত ১৲ আঃ ২১৲ খং ২৪১

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই মার্চ্চ ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৭২০ খাং ডিঃ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় দিং দেং আক্কেল আলি দিং দাবি ১৪৸৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে শিবপুর ৬৯ শতকের কাত ১৷৵০ আঃ ৫৲ খং ৫৮৫

৭২১ খাং ডিঃ ঐ দেং মেহেরনেগার বিবি দাবি ২১৷৩ মোজাদি ঐ ৭৪ শতকের কাত ২৷৵১০ আঃ ১০৲ খং ৪১৬

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই মার্চ্চ ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৩৭৪ খাং ডিঃ পাঁচুগোপাল রায় দিং দেং শ্যামাপদ সাহা দিং দাবি ১১১॥৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে যোগপুর ৪-২৬ শতকের কাত ২৮৲ আঃ ৪০৲ খং ৪৪৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

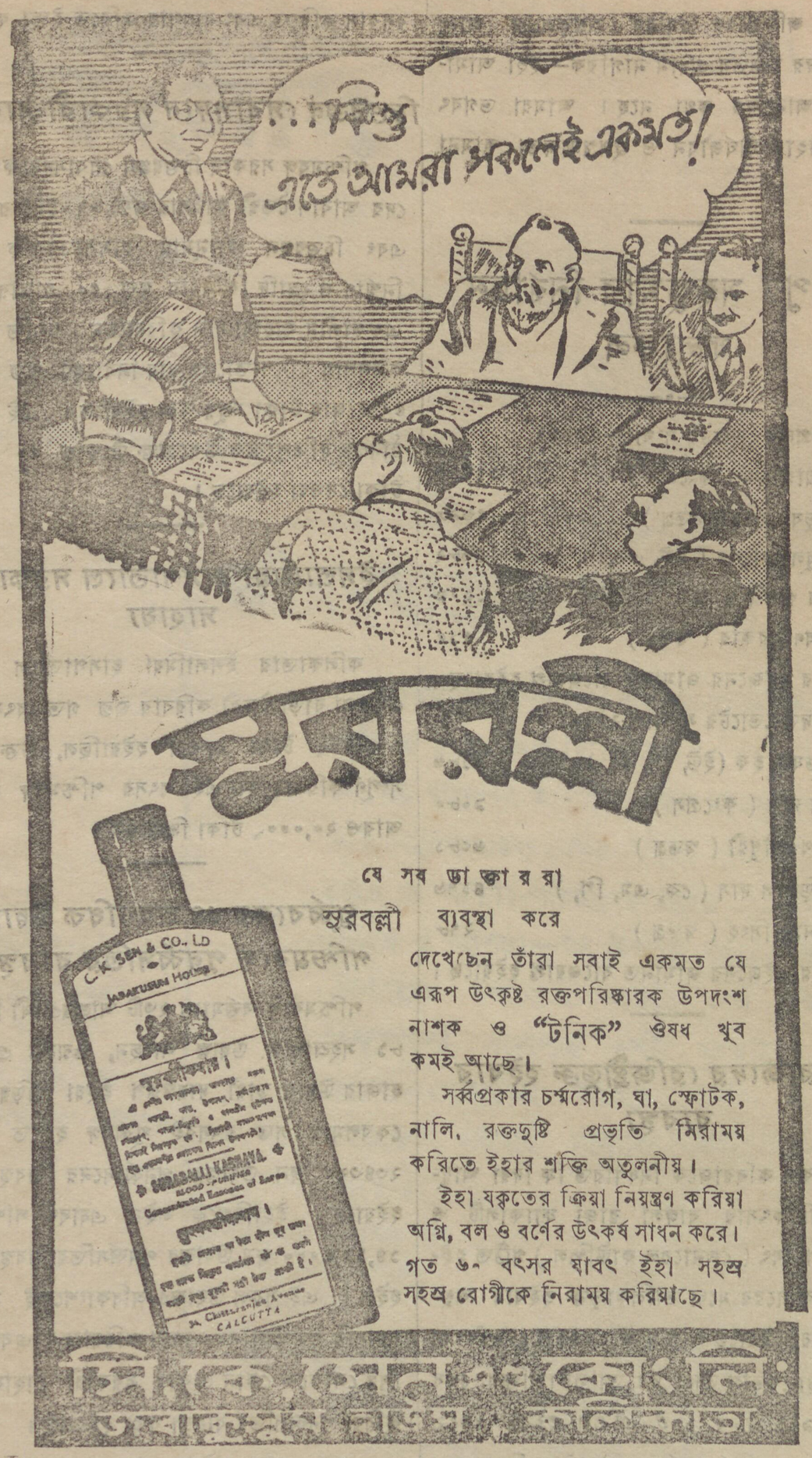

৩ খাং ডিঃ বরদাশঙ্কর ঠাকুর দেং সামসুল হক সরকার দিং দাবি ১৫০।৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে লালিপালি ও কুসুমখোলা ৬১৭ শতকের কাত ২৫৶৬ আঃ ২০৲ খং লালিপালি ৬০ অধীনস্থ খং ২৮৪ কুসুমখোলা খং ৫৮ অধীনস্থ খং ১২৮

৬ খাং ডিঃ কালীপদ সিংহ দিং দেং টগরী দাসী দিং দাবি ২৮৵০ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে হাসিমপুর ৩৮ শতকের কাত ৪।০ আঃ ১০৲ খং ১০

১১ খাং ডিঃ ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী দিং দেং শশাঙ্কশেখর মণ্ডল দিং দাবি ১৩৸০ থানা সাগরদীঘি মৌজে জাগলাই ২৮ শতকের কাত ৸৯ আঃ ৫৲

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত